গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কপিরাইট অফিস
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কপিরাইট কী?

মানব মন, সৃজনশীলতা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে যে মেধা সম্পদ সৃজিত হয়, মূলত: এর আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষার প্রয়োজনেই কপিরাইটের উদ্ভব। কপিরাইট দ্বারা মেধা সম্পদের ওপর প্রণেতার নৈতিক ও আর্থিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহঃ

সাহিত্য, গবেষণাতত্ত্ব, কম্পিউটার সফট্ওয়্যার, ডাটাবেইজ, মোবাইল অ্যাপস, কম্পিউটার গেইম, সংগীত, রেকর্ড (অডিও-ভিডিও), ই-মেইল, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচার, চলচ্চিত্র, নাটক, কার্টুন, অ্যানিমেশন, বিজ্ঞাপন (ভিডিও, অডিও, পোস্টার, বিলবোর্ডসহ অন্যান্য), অনুবাদকর্ম , বাংলা ডাবিংকৃত (বিদেশী চলচ্চিত্র,নাটক, কার্টুন, অ্যানিমেশন) স্লোগান, থিম সং (Theme Song), ফেসবুক ফ্যান পেইজ (Facebook Fan Page), স্থাপত্য নকশা, চার্ট, ফটোগ্রাফ, স্কেচ, ভাস্কর্য, পেইন্টিংসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম এবং লোক সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের সাধারণ সুবিধাঃ

- নৈতিকভাবে আবহমানকাল ধরে মেধাসম্পদের প্রণেতা হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি;
- উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানাস্বত্ব নিশ্চিত হয়;
- মেধাসম্পদ বিভিন্ন পন্থায় পুনরুৎপাদন, বিক্রয়, বাজারজাতকরণ, লাইসেন্স প্রদান এবং জনসম্মুখে প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার;
- মেধাসম্পদের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ যে কোনো আদালতে মালিকানা সংক্রান্ত উদ্ভূত জটিলতার ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে কার্যকর;
- একক স্বত্বাধিকারের কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত পণ্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র বা বিজ্ঞাপন আহ্বান কিংবা দরপত্রের প্রয়োজনীয় জামানত দাখিল করার প্রয়োজন হয় না। ফলে একক স্বত্বাধিকারী একমাত্র দরপত্র দাতা হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করেন (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ ধারা ৭৬);
- কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মেধাসম্পদের অবৈধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে আইনগত প্রতিকার লাভে সহায়ক হয়, তবে দেওয়ানি আদালতে আইনগত প্রতিকারের ক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ দাখিল বাধ্যতামূলক ;
- বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ইউটিউবসহ বিভিন্ন ডিজিটাল মিডিয়ায় সংগীত, নাটক, চলচ্চিত্র, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি আপলোড অথবা অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন সনদ মালিকানা স্বত্বের প্রমাণক হিসেবে দাখিল করা যায়;
- প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি/স্বকীয়তা তথা সুনামের (এড়ড়ফরিষষ) কে সুরক্ষা প্রদান;
- বাংলাদেশ বিশ্ব মেধাসম্পদ সংস্থার সদস্য হওয়ায় কপিরাইট সনদ বিশ্বের যে কোনো দেশে উক্ত দেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার সংরক্ষণ করে।
- কপিরাইট রেজিস্ট্রিকৃত কোন কর্ম যা বাংলাদেশে তৈরি হলে কপিরাইট লংঘিত হতো এরূপ কোন কর্মের আমদানির বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস-এর নিকট নিষেধাজ্ঞা চাওয়ার সুযোগ রয়েছে,এক্ষেত্রে আমদানিকৃত লংঘিত অনুলিপি পাওয়া যেতে পারে এমন কোন উড়োজাহাজ, জাহাজ, যানবাহন, ডক বা আঙ্গিনায় প্রবেশ করা এবং অনুরূপ অনুলিপি পরীক্ষা করার ক্ষমতা রেজিস্ট্রার বা তার মনোনিত ব্যক্তি রয়েছে (ধারা ৭৪)।

কখন কপিরাইট বা রিলেটেড রাইট লংঘিত হয়?

কপিরাইট/রিলেটেড রাইটের বৈধ মালিক বা প্রণেতার অনুমতি বা লাইসেন্স ছাড়া কিংবা রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটের ইস্যুকৃত লাইসেন্স ব্যতীত বা লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে এমন কোন কাজ কপিরাইট লংঘন হিসেবে বিবেচিত হবে।

কপিরাইট লংঘন হলে প্রতিকার ঃ

কপিরাইট লংঘনজনিত অপরাধ-এর মামলা ফৌজদারি বা দেওয়ানী আদালতে দায়ের করা যায়। এছাড়াও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কপিরাইট অফিসে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

কপিরাইট লংঘনের শাস্তি ঃ

কপিরাইট আইন ২০০০-এর ৮২ ধারার বিধানমতে কপিরাইট লংঘনের শাস্তি অনূর্ধ্ব ০৪ (চার) বছর কিন্তু অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড এবং অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ড।

কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতিঃ

কপিরাইট অফিস কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে অনলাইন এবং ম্যানুয়্যাল দু'ধরনের রেজিস্ট্রেশন সেবা প্রদান করে থাকে ।

i. ম্যানুয়েল পদ্ধতি ও সংযুক্তিসমূহ

১. সংশ্লিষ্ট ০২ (দুই) কপি কর্মসহ নির্ধারিত ফরমে পুরণকৃত আবেদনপত্র ০২ (দুই) কপি (ফরম-২);

২. পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি;

৩. বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্ম নিবন্ধনের প্রত্যায়িত ফটোকপি;

৪. সফ্টওয়্যার কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহার উপযোগিতা/শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে কর্মটি শৈল্পিক ব্যাখ্যা/সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীর নাম উল্লেখসহ গানের তালিকা/সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটি প্রকাশিত হলে প্রচ্ছদ কর্মের হস্তান্তর দলিল (রচয়িতা ব্যতীত ভিন্ন কেউ প্রচ্ছদকর্মের রচয়িতা হলে);

৫. বাংলাদেশ/সোনালী ব্যাংক লি.-এর যে কোন শাখায় ১-৩৪৩৭-০০০০-১৮৪১ কোড নম্বরে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা ট্রেজারি চালান করে এর মূল কপি এবং একটি ফটোকপি; এছাড়া শিওর ক্যাশের মাধ্যমে অনলাইনেও কপিরাইট ফি জমা দেয়া যায়;

৬. কর্মটি মৌলিক, আদালতে কোন মামলা বিচারাধীন নেই এবং প্রদত্ত তথ্য নির্ভুল, ঘোষণা সংবলিত অঙ্গীকারনামা (কার্টিজ পেপার-এ লিখিত বা টাইপকৃত);

৭. কর্মের সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৮. হস্তান্তরসূত্রে কপিরাইট-এর মালিক হলে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নোটারি পাবলিক দ্বারা কপিরাইট হস্তান্তর দলিল।

প্রতিষ্ঠানের নামে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশনের জন্য উল্লিখিত কাগজপত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত যে সকল কাগজপত্র দাখিল করতে হবেঃ

ক) কোম্পানির মেমোরেন্ডাম (শেয়ার হোল্ডারদের মালিকানা স্বত্বের সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা), ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন সার্টিফিকেট-এর প্রত্যায়িত ফটোকপি।

খ) নিয়োগকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠান স্বত্বাধিকারী হলে সৃজনকারীকে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নিয়োগপত্রের প্রত্যায়িত ফটোকপি।

ii. অনলাইন পদ্ধতি ও সংযুক্তিসমূহ

১। বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসের http://www.copyrightoffice.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার পর "অনলাইন আবেদন" শীর্ষক অপশনে ক্লিক করে আবেদন সম্পন্ন করা যাবে। অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে উল্লেখিত সংযুক্তিসমূহের সফ্টকপি দাখিল করতে হবে ।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

কপিরাইট অফিস
জাতীয় গ্রন্থাগার ভবন (৩য় তলা)
৩২, বিচারপতি এসএম মোর্শেদ সরণি
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

ই-মেইলঃ info@copyrightoffice.gov.bd
ওয়েবসাইটঃ www.copyrightoffice.gov.bd
Facebook ID: Bangladesh Copyright Office
ফোন : +৮৮-০২-৯১১৯৬৩২, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৮১৪৪৮৯৫
Helpline : +৮৮-০১৫১১-৪৪০০৪৪

"কপিরাইট নিবন্ধন মেধাসম্পদ সংরক্ষণ"